শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ

এর লিখিত কিতাব "নামাযের আহকাম" থেকে সংকলিত

ফয়যানে নামায

(BANGLA)

Faizane Namaz

المدینۃ العلمیۃ (دعوتِ اسلامی) شعبہ تخریج

مکتبۃ المدینہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

কিতাব পাঠ করার দো'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো'আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো'আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩	আযানে দো‘আ	১৫
ঈমানে মুফাস্‌সাল	৩	নামাযের পদ্ধতি	১৬
ঈমানে মুজমাল	৪	নামাযের শর্ত সমূহ	২২
ছয় কলেমা	৪	নামাযের ফরয	২২
অযুর পদ্ধতি	৭	নামাযের ওয়াজিব সমূহ	২২
অযুর ফরয	১০	দো‘আয়ে কুনুত	২৫
গোসলের পদ্ধতি	১০	দো‘আয়ে তারাবীহ্	২৬
গোসলের ফরয	১১	জানাযার নামাযের পদ্ধতি	২৭
তায়াম্মুমের পদ্ধতি	১১	জানাযার নামাযের আরকান	২৭
তায়াম্মুমের ফরয	১২	প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর জানাযার দো‘আ	২৮
আযান	১২	নাবালিগ ছেলের দো‘আ	২৮
আযানের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি	১৪	নাবালিগা মেয়ের দো‘আ	২৯
		তথ্যসূত্র	৩০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে নামায[১]

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসুলগণের সরদার, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের পর হামদ, সানা ও দরূদ শরীফ পাঠকারীদেরকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: "দো'আ কর, কবুল করা হবে। প্রার্থনা কর, প্রদান করা হবে।"

(সুনানুন নাসায়ী, ১ম খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১২৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঈমানে মুফাস্সাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ
وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ط

---

[১] এটি আমীরে আহ্লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সংকলন "নামাযের আহকাম" থেকে সংগৃহীত। আরো বিস্তারিত জানার জন্য "নামাযের আহকাম" অধ্যয়ন করুন।

মুহার্‌রমুল হারাম ১৪৩৩ হিজরী, ডিসেম্বর ২০১১ --- ইলমিয়াহ।

অনুবাদ: আমি ঈমান আনলাম **আল্লাহ্**র উপর, তাঁর ফেরেশতাকুলের উপর, তাঁর কিতাবাদির উপর, তাঁর রাসুলগণের উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, তকদীরের উপর- যার ভাল-মন্দ **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, আর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ
اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ ط

অনুবাদ: আমি **আল্লাহ্**র উপর ঈমান আনলাম, যেভাবে তিনি নিজের নাম সমূহও আপন গুণাবলীর সাথে আছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত বিধি-বিধানকে মৌখিক স্বীকৃতি সহকারে ও অন্তরের সত্যায়নের মাধ্যমে মেনে নিলাম।

ছয় কলেমা

প্রথম ‘কলেমা তায়্যিব’

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط

অনুবাদ: আল্লাহ্ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই; হযরত **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্**র রাসুল।

দ্বিতীয় ‘কলেমা শাহাদাত’

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط

অনুবাদঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক (সমকক্ষ) নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রাসুল।

তৃতীয় 'কলেমা তামজীদ'

سُبْحٰنَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرُ ط

وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط

অনুবাদঃ **আল্লাহ্** পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য। **আল্লাহ্** ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। **আল্লাহ্** মহান। আর গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি ও নেক আমল করার সামর্থ্য এক মাত্র **আল্লাহ্**রই পক্ষ থেকে, যিনি সবার চেয়ে মহান, অতীব মর্যাদাবান।

চতুর্থ 'কলেমা তাওহীদ'

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ

وَ هُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا ط ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ ط بِيَدِهِ الْخَيْرُ ط

وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অনুবাদঃ এক **আল্লাহ্** ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তাঁর কোন শরিক নেই। সমগ্র সাম্রাজ্য একমাত্র তাঁর। সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তাঁর জন্য। তিনিই জীবন দান করেন। আর তিনিই দান করেন মৃত্যু। তিনি চিরঞ্জীব; তাঁর কখনো মৃত্যু আসবে না। তিনি খুবই জালালের মালিক এবং তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান। সমস্ত মঙ্গল তাঁরই হাতে। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

পঞ্চম 'কলেমা ইস্তিগফার'

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهٗ عَمَدًا اَوْ خَطَأً سِرًّا اَوْ عَلَانِيَةً

وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِىْ اَعْلَمُ وَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِىْ لَآ اَعْلَمُ اِنَّكَ

اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ وَ سَتَّارُ الْعُيُوْبِ وَ غَفَّارُ الذُّنُوْبِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ

اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

অনুবাদঃ আমি (আমার প্রতিপালক) **আল্লাহ্**র নিকট ঐ সকল গুনাহ্ ক্ষমা চাই, যা আমি ইচ্ছায় করেছি, ভূলে করেছি, গোপনে করেছি, প্রকাশ্যে করেছি। আর আমি তাঁর নিকট তাওবা করছি সেই সকল গুনাহ্ থেকে যা আমি জানি আর ঐ সকল গুনাহ থেকে যা আমার জানা নেই। নিশ্চয় তুমি গাইবের জ্ঞান রাখ, দোষ-ত্রুটি গোপনকারী, গুনাহ্ মাফকারী। আর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা আর নেক আমল করার তাওফীক একমাত্র **আল্লাহ্**রই পক্ষ থেকে। যিনি অতীব উচ্চ মর্যাদবান ও অত্যন্ত মহান।

ষষ্ঠ 'কলেমা রদ্দে কুফর'

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّ اَنَا اَعْلَمُ بِهٖ وَ اَسْتَغْفِرُكَ

لِمَا لَآ اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَ تَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ وَ الْكِذْبِ

وَ الْغِيْبَةِ وَ الْبِدْعَةِ وَ النَّمِيْمَةِ وَ الْفَوَاحِشِ وَ الْبُهْتَانِ وَ الْمَعَاصِىْ كُلِّهَا

وَ اَسْلَمْتُ وَ اَقُوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ্**! জেনে শুনে তোমার সাথে কিছুকে শরিক করা থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই। তোমার কাছে আমি সেই সব (শিরকের) গুনাহ্বের ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা আমার জানা নেই। আমি সেই গুনাহ্ থেকে তাওবা করছি। আর আমি অসন্তুষ্ট কুফর থেকে, শিরক থেকে, মিথ্যাচার থেকে, গীবত থেকে, বিদআত থেকে, চুগোলখুরি থেকে, অশ্লীলতা থেকে, অপবাদ দেওয়া থেকে এবং সকল প্রকার গুনাহের উপর (স্থায়ীভাবে) অসন্তুষ্ট। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি বলছি, **আল্লাহ্** ব্যতীত কোন ইলাহ/ মাবুদ নেই; মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্র রাসুল**।

অযুর পদ্ধতি

অযুর সময় কা'বাতুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করে উঁচু জায়গায় বসা মুস্তাহাব। অযুর জন্য নিয়্যত করা সুন্নাত। অন্তরের ইচ্ছাকে "নিয়্যত" বলে। অন্তরে নিয়্যত করার সাথে সাথে মুখে উচ্চারু করাও উত্তম। সেজন্য মুখে এভাবে নিয়্যত করবেন, আমি **আল্লাহ্ তা'আলার** নির্দেশ পালনার্থে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য অযু করছি। بِسْمِ اللّٰه পড়ে নিন"। এটাও সুন্নাত। বরং بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰه বলে নিন। এর কারণে আপনি যতক্ষণ অযু অবস্থায় থাকবেন ততক্ষণ ফিরিস্তাগণ আপনার জন্য নেকী লিখতে থাকবেন। তারপর দুইহাত কব্জি পর্যন্ত তিন তিনবার ধৌত করুন। (পানির নল বন্ধ করে) দুই হাতের আঙ্গুলগুলোও খিলাল করুন। কমপক্ষে তিন তিনবার ডানে বামে, উপরে নিচে দাঁতগুলো "মিসওয়াক করুন। প্রত্যেক বারে মিসওয়াক ধুয়ে নিন। এখন ডান হাতে তিন অঞ্জলী পানি নিয়ে (প্রতি বারে পানির নল বন্ধ করে) এমনভাবে তিনবার কুলি করবেন যেন প্রতিবারে মুখের ভিতরের প্রত্যেক অংশে পানি প্রবাহিত হয়। রোজাদার না হলে গড়গড়াও করে নিন।

তারপর ডানহাতেরই তিন অঞ্জলী পানি (প্রতিবারে আধা অঞ্জলী পানি যথেষ্ট) দিয়ে (প্রতিবারে পানির নল বন্ধ করে) তিনবার নাকের ভিতর নরম মাংস পর্যন্ত পানি পৌঁছাবেন। রোযাদার না হলে নাকের মূল পর্যন্ত পানি পৌঁছিয়ে দিন। এখন (নল বন্ধ করে) বাম হাতের সাহায্যে নাক পরিষ্কার করে নিন এবং ছোট আঙ্গুল নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করান। তিনবার সম্পূর্ণ মুখমন্ডল এমনভাবে ধুয়ে নিন যেন মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত সকল স্থানে পানি প্রবাহিত হয়। যদি দাড়ি থাকে এবং আপনি ইহরাম পরিধানকারী না হন, তাহলে (পানির নল বন্ধ করে) এভাবে দাঁড়ি খিলাল করুন যে, আঙ্গুল গুলো গলার দিক থেকে প্রবেশ করিয়ে সামনের দিক থেকে বের করিয়ে দিন। অতঃপর আঙ্গুলের মাথা থেকে শুরু করে কনুই সহ তিনবার ডান হাত ধৌত করুন, এভাবে বাম হাতও ধৌত করুন। উভয়হাত অর্ধ বাহু পর্যন্ত ধোয়া মুস্তাহাব। অধিকাংশ লোক অঞ্জলিপূর্ণ পানি নিয়ে হাতের কোষ হতে তিনবার এমনভাবে পানি ছেড়ে দেয় যেন কনুই পর্যন্ত পানি প্রবাহিত হয়ে যায়। এরকম করার দ্বারা কনুই ও বাহুর চতুর্পাশ্বে পানি না পৌঁছার আশঙ্কা থাকে। অতএব বর্ণিত নিয়মেই হাত ধৌত করুন। এতে কনুই পর্যন্ত অঞ্জলীপূর্ণ পানি প্রবাহিত করার প্রয়োজন নেই বরং (শরয়ী অনুমতি ছাড়া) এরকম করা পানির অপচয়। অতঃপর (পানির নল বন্ধ করে) মাথা মাসেহ এভাবে করুন যে, দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদত আঙ্গুলীদ্বয় বাদ দিয়ে দুই হাতের বাকি তিন তিন আঙ্গুল সমূহের মাথা পরস্পর মিলিয়ে নিন এবং কপালের চুল অথবা চামড়ার উপর রেখে পিছনের দিকে গ্রীবা পর্যন্ত এমনভাবে টেনে নিয়ে যাবেন যেন হাতের তালুগুলো মাথা থেকে পৃথক থাকে। অতঃপর হাতের তালুগুলো গ্রীবা থেকে কপাল পর্যন্ত এমনভাবে টেনে আনবেন যেন বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদাত আঙ্গুলীদ্বয় মাথার সাথে একদম স্পর্শ না করে।

অতঃপর শাহাদাত আঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা দুই কানের ভিতরের অংশ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা কানের বাহিরের অংশ মাসেহ করুন এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় দুই কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে দিন। এবার সব আঙ্গুলগুলোর পিঠ দিয়ে ঘাড়ের পিছনের অংশ মাসেহ করুন। কিছু কিছু লোক গলা, ধৌত করা হাতের কনুই ও কব্জিদ্বয় মাসেহ করে থাকেন। এটা কিন্তু সুন্নাত নয়। মাথা মাসেহ করার পূর্বে পানির নল ভালভাবে বন্ধ করার অভ্যাস গড়ুন। অনর্থক পানির নল খোলা রাখা কিংবা অর্ধেক বন্ধ রাখা যাতে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরতে থাকা গুনাহ্। অতঃপর ডান পা, তারপর বাম পা প্রত্যেকবার আঙ্গুল হতে শুরু করে গোড়ালির উপরিভাগ পর্যন্ত তিনবার ধৌত করুন। তবে মুস্তাহাব হল অর্ধ পায়ের গোছা পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। উভয় পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা সুন্নাত। খিলালের সময় পানির নল বন্ধ রাখুন। পায়ের আঙ্গুল খিলাল করার মুস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুল থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গল পর্যন্ত তারপর সে বাম হাতেরই কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গল থেকে শুরু করে কনিষ্ঠাঙ্গুল পর্যন্ত এসে খিলাল শেষ করুন। (আম্মা কুতুব)

অযুর পর এ দো'আটি পড়ে নিন

(দো'আটির আগে ও পরে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ্!** আমাকে বেশী বেশী তাওবাকারীগণের মধ্যে শামিল করুন এবং পবিত্রতা অবলম্বণকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করুন। (জামে তিরমিযী, ১ম খন্ড, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৫) অযুর পর কলেমা শাহাদাত এবং সূরা কদর পড়ুন কেননা হাদীস সমূহে এগুলোর ফযীলত বর্ণিত আছে।

অযুর চার ফরয

(১) মুখমন্ডল ধৌত করা। (২) কনুই সহ উভয় হাত ধৌত করা। (৩) মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ্ করা। (৪) টাখনু সহ উভয় পা ধৌত করা। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা)

গোসলের পদ্ধতি

মুখে উচ্চারু না করে প্রথমে মনে মনে এভাবে নিয়্যত করুন, আমি পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করছি। প্রথমে উভয় হাত কবজি পর্যন্ত তিন তিনবার ধৌত করুন। তারপর ইস্তিন্জার স্থান ধৌত করুন, চাই নাপাকী থাকুক বা না থাকুক, তারপর শরীরের কোথাও নাজাসাত থাকলে তা দূরীভূত করুন। অতঃপর নামাযের অযুর মত অযু করুন। কিন্তু পা ধৌত করবেন না। তবে চৌকি ইত্যাদির উপর গোসল করলে পাও ধুয়ে নিন। অতঃপর শরীরে তেলের ন্যায় পানি মালিশ করুন বিশেষ করে শীতকালে। (এমন সময় শরীরে সাবানও লাগাতে পারবেন) অতঃপর তিনবার ডান কাঁধে, তিনবার বাম কাঁধে এবং তিনবার মাথা ও সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করুন। তারপর গোসলের স্থান থেকে সরে দাঁড়ান। অযু করার সময় যদি পা ধুয়ে না থাকেন তাহলে এখন পা ধুয়ে নিন। গোসল করার সময় ক্বিবলামুখী হবেন না। হাত দ্বারা সমস্ত শরীর ভালভাবে মালিশ করে গোসর করুন। এমন স্থানে গোসল করুন যাতে কেউ না দেখে। তা সম্ভব না হলে পুরুষেরা নিজের সতর (নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত) একটি মোটা কাপড় দ্বারা সতর ঢেকে নেবে। আর মোটা কাপড় পাওয়া না গেলে প্রয়োজনানুসারে দুইটি বা তিনটি কাপড় দ্বারা ঢেকে নেবে। কেননা গোসল করার সময় পরনে পাতলা কাপড় থাকলে পানি পড়ার সাথে সাথে তা শরীরের সাথে লেগে যায় ফলে **আল্লাহ্**র পানাহ হাঁটু, উরু ইত্যাদির চিহ্ন প্রকাশিত হবে।

মহিলাদের জন্য তো সতর ঢাকার ক্ষেত্রে আরো বেশি বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। গোসল করার সময় কোন রকম কথাবার্তা বলবেন না এবং কোন দো'আও পড়বেন না। গোসলের পর তোয়ালে ইত্যাদির দ্বারা শরীর মুছাতে কোন অসুবিধা নেই। গোসলের পর তাড়াতাড়ি কাপড় পরিবর্তন করে নিন আর যদি মাকরূহ সময় না হয় তবে গোসলের পর দু রাকাত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব। (হানাফী মাযহাবের ফিকরের কিতাব সমূহ হতে সংগৃহীত) (আম্মা কুতুবে ফিকাহ)

গোসলের ফরয

গোসলের ফরয তিনটি যথা : (১) কুলি করা, (২) নাকে পানি দেয়া, (৩) সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা। (ফতোওয়ায়ে হিন্দীয়া, ১ম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)

তায়াম্মুমের পদ্ধতি

তায়াম্মুমের নিয়্যত করবেন (অন্তরের ইচ্ছাই হল নিয়্যত। তবে মুখে উচ্চারু করলেও উত্তম। যেমন এভাবে বলবেন: আমি অযুহীনতা কিংবা গোসলহীনতা কিংবা উভয়টি হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য এবং নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য তায়াম্মুম করছি।) অতঃপর بِسۡمِ اللّٰہ পড়ে উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহ প্রশস্থ রেখে উভয় হাত মাটি জাতীয় কোন পবিত্র বস্তু (যেমন পাথর, চুনা, ইট, দেয়াল, বালি ইত্যাদিতে) মেরে ফিরিয়ে আনুন (অর্থাৎ উভয় হাত সামনের দিকে নিয়ে তারপর পিছনের দিকে ফিরিয়ে আনবেন) হাতে যদি ধূলা-বালি বেশি লেগে থাকে তা ঝেড়ে নিবেন। অতঃপর উভয়হাত দ্বারা সমস্ত মুখমন্ডল এভাবে মাসেহ করবেন যাতে মুখমন্ডলের কোন অংশই বাদ না যায়। যদি চুল পরিমাণ স্থানও মাসেহ থেকে বাদ যায়, তাহলে তায়াম্মুম হবে না। অনুরূপভাবে দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মেরে তা দ্বারা উভয় হাতের নখ থেকে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করবেন।

হাত মাসেহ করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল, বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ব্যতীত বাকী চারটি আঙ্গুল একত্রিত করে ঐগুলোর পেট ডানহাতের পিঠের উপর রাখবেন। তারপর ঐ চারটি আঙ্গুলের পেট দ্বারা ডান হাতের আঙ্গুল সমূহের অগ্রভাগ হতে কনুই পর্যন্ত ডানহাতের পিঠ মাসেহ করবেন। অতঃপর বামহাতের তালু দ্বারা কনুই হতে কব্জী পর্যন্ত ডানহাতের পেট মাসেহ করবেন এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পেট দ্বারা ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পিঠ মাসেহ করবেন। অনুরূপভাবে ডান হাত দ্বারা বাম হাতও মাসেহ করবেন। (ফতোওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ১ম খন্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা) আর যদি একবারেই এক হাতের সম্পূর্ণ তালু ও আঙ্গুল সমূহ দ্বারা অপর হাত মাসেহ করে নেন তখনও মাসেহ শুদ্ধ হবে। চাই কুনই হতে আঙ্গুল পর্যন্ত মাসেহ করুন বা আঙ্গুল হতে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করুন সর্বাবস্থায় মাসেহ শুদ্ধ হবে। তবে এভাবে মাসেহ করলে সুন্নাতের বিপরীত হল। তায়াম্মুমের মধ্যে মাথা ও পা মাসেহ করার কোন বিধান নেই। (ফিকহের সকল কিতাব হতে সংগৃহীত)

তায়াম্মুমের ফরয

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি। যথা: (১) নিয়্যত করা, (২) সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করা, (৩) কনুই সহ উভয় হাত মাসেহ করা।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা)

আযান

اَللهُ اَكْبَرُ ؕ اَللهُ اَكْبَرُ ؕ

اَللهُ اَكْبَرُ ؕ اَللهُ اَكْبَرُ ؕ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ؕ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ط

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ط حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ط

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ط حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ط

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ط

আযানের শব্দাবলীর অনুবাদ:

আল্লাহ্ মহান, **আল্লাহ্** মহান,

আল্লাহ্ মহান, **আল্লাহ্** মহান।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ছাড়া কোন মাবুদ নেই।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ **আল্লাহ্** এর রসূল।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ **আল্লাহ্** এর রসূল।

নামায পড়তে আসুন। নামায পড়তে আসুন।

মুক্তি পেতে আসুন। মুক্তি পেতে আসুন।

আল্লাহ্ মহান। **আল্লাহ্** মহান।

আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই।

আযানের উত্তর প্রদানের পদ্ধতি

মু'আয্যিন সাহেবের উচিত যে, আযানের শব্দগুলো একটু থেমে থেমে বলা। اَللهُ اَكْبَر اَللهُ اَكْبَر উভয়টাকে মিলিয়ে (সাক্তা না করে এক সাথে পড়ার কারণে) এটা একটি শব্দ হয়। উভয়টি বলার পর সাক্তা করবেন (অর্থাৎ থেমে যাবেন)। আর সাক্তার পরিমাণ হচ্ছে, উত্তর প্রদানকারী যেন উত্তর দেয়া শেষ করতে পারে। সাক্তা না করাটা মাকরূহ, আর এ ধরনের আযান পুনরায় দেয়া মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৬৬ পৃষ্ঠা) উত্তর প্রদানকারীর উচিত, যখন মু'আয্যিন সাহেব اَللهُ اَكْبَر اَللهُ اَكْبَر বলে সাক্তা করবেন অর্থাৎ চুপ হয়ে যাবেন তখন اَللهُ اَكْبَر اَللهُ اَكْبَر বলা। অনুরূপভাবে অন্যান্য শব্দাবলীরও উত্তর প্রদান করবেন। যখন মু'আয্যিন প্রথমবার اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ الله বলবেন তখন আপনি এভাবে বলবেন: صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله (ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার উপর দুরূদ।) (রদ্দুল মুখতার, ১ম খন্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা, মুস্তাফাল বারী মিশর) যখন দ্বিতীয়বার বলবে তখন আপনি বলবেন: قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ الله (অনুবাদ: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার নিকট আমার চোখের শীতলতা। (প্রাগুক্ত) আর এ দুইটা বলার সময় প্রত্যেকবার বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখকে চোখে লাগিয়ে নিবেন এবং বলবেন, اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ (অর্থাৎ হে **আল্লাহ্** আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির দ্বারা আমার প্রতি কল্যাণ দান করুন।) (প্রাগুক্ত) যে ব্যক্তি এরকম করবে **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে নিজের পিছনে পিছনে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। (প্রাগুক্ত)

حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ এবং حَیَّ عَلَی الفَلَاح এর উত্তরে (চারবার) لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰه বলবেন এবং উত্তম হচ্ছে যে, উভয়টা বলা। (অর্থাৎ মু'আয্যিন যা বলে তাও বলা এবং لَاحَوْل ও বলা) বরং সাথে এটাও বৃদ্ধি করে নিন: مَاشَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ (অর্থাৎ-**আল্লাহ্** যা ইচ্ছা করেছেন তা হয়েছে, যা ইচ্ছা করেননি তা হয়নি। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে হিন্দীয়া, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা) اَلصَّلٰوۃُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوْمِ এর উত্তরে বলবেন صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ অনুবাদ: তুমি সত্য ও সৎ এবং তুমি সত্য বলেছ। (প্রাগুক্ত, ৮৩ পৃষ্ঠা)

আযানের দো'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ط بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

অনুবাদ: হে **আল্লাহ্** এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও সুপ্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই মালিক। তুমি আমাদের সরদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান কর ওয়াসীলা, সম্মান ও সর্বোচ্চ মর্যাদা এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত কর। যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তার সুপারিশ নসীব কর। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না। আমাদের উপর আপন দয়া বর্ষণ কর, হে সবচেয়ে বড় দয়াকারী।

নামাযের পদ্ধতি

অযু করে ক্বিবলার দিক হয়ে এভাবে দাঁড়ান যেন উভয় পায়ের পাঞ্জার মধ্যভাগে চার আঙ্গুল দূরত্ব থাকে। এখন উভয় হাতকে কান পর্যন্ত নিয়ে যান যেন বৃদ্ধাঙ্গুল কানের লতি স্পর্শ করে। এ অবস্থায় আঙ্গুলকে বেশী খোলাও রাখবেন না, আবার বেশী মিলিয়েও ফেলবেন না বরং স্বাভাবিক **(NORMAL)** অবস্থায় রাখবেন আর হাতের তালু ক্বিবলার দিকে করে রাখবেন এবং দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখবেন। এবার যে নামায পড়বেন সেটার নিয়্যত করুন। অর্থাৎ অন্তরে দৃঢ় ইচ্ছা করুন, সাথে সাথে মুখেও উচ্চারু করুন, কেননা এটা উত্তম। (যেমন-আমি আজকের যোহরের চার রাকাত ফরয নামাযের নিয়্যত করলাম, যদি জামাত সহকারে পড়েন তবে এটাও বলুন, এই ইমামের পেছনে) এবার তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ "اَللّٰہُ اَکۡبَرۡ" বলতে বলতে হাত নিচে নামিয়ে আনুন এরপর নাভীর নীচে উভয় হাতকে এভাবে বাঁধুন যেন ডান হাতের তালুর শেষ ভাগ বাম হাতের পিঠের উপর এবং ডান হাতের মাঝখানের তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির পিঠের উপর আর বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল কব্জির উভয় পার্শ্বে থাকে।

এখন এভাবে সানা পড়ুন:

سُبۡحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمۡدِكَ وَتَبَارَكَ اسۡمُكَ
وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَاۤ اِلٰهَ غَيۡرُكَ ط

<u>অনুবাদঃ</u> হে আল্লাহ্ তুমি পবিত্র! আর আমি তোমার প্রশংসা করছি। তোমার নাম বরকতপূর্ণ। তোমার মর্যাদা অতীব মহান। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।

অতঃপর তাআউয পড়ুন:

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط

অনুবাদঃ আমি বিতাড়িত শয়তান হতে **আল্লাহ্**র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অতঃপর তাসমিয়া পড়ুন:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অনুবাদঃ **আল্লাহ্**র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

এরপর পরিপূর্ণ সূরা ফাতিহা পড়ুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۳﴾
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۵﴾
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ১. সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাবাসীর, ২. পরম দয়ালু, করুণাময়; ৩. প্রতিদান দিবসের মালিক;, ৪. আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি; ৫. আমাদেরকে সোজাপথে পরিচালিত করো! ৬. তাদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো, ৭. তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়।

সূরা ফাতিহা শেষ করে নিম্নস্বরে [আমীন] বলুন। অতঃপর ছোট তিন আয়াত অথবা একটি বড় আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান পড়ে নিন অথবা যে কোন সূরা যেমন ‘সূরা ইখলাস’ পড়ে নিন।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ يَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ يُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ১. আপনি বলুন, "তিনি **আল্লাহ্**, তিনি এক ২. **আল্লাহ্** পর-মুখাপেক্ষি নন ৩. না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন এবং না তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন ৪. এবং না আছে কেউ তার সমকক্ষ হবার।

এবার اَللّٰهُ اَكۡبَرُ বলে রুকূতে যাবেন আর হাত দ্বারা হাঁটুদ্বয়কে এভাবে ধরবেন যেন হাতের তালুদ্বয় উপরে থাকে, হাতের আঙ্গুলগুলো ভালভাবে ছড়িয়ে থাকে। পিঠকে সোজা করে বিছাবেন যেন জমিনের ন্যায় সমান্তরাল হয়। আর মাথা পিঠ বরাবর সোজা থাকবে, উঁচু বা নিচু হবে না। দৃষ্টি থাকবে পা দ্বয়ের উপর। কমপক্ষে তিনবার রুকূর তাসবীহ অর্থাৎ سُبۡحٰنَ رَبِّيَ الۡعَظِيۡمِ (অর্থাৎ আমার মর্যাদাবান পরওয়ারদিগারের পবিত্রতা) বলবেনঃ তারপর [তাসমী] অর্থাৎ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنۡ حَمِدَهٗ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তা'আলা** শুনে নিয়েছেন, যে তাঁর প্রশংসা করেছে) বলে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন। এভাবে দাঁড়ানোকে "কওমা" বলে। আপনি যদি একাকি নামায আদায়কারী হয়ে থাকেন তবে এ সময় বলুন اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الۡحَمۡدُ (অর্থাৎ **হে আল্লাহ্!** হে আমার মালিক, সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য) এরপর اَللّٰهُ اَكۡبَرُ বলে এভাবে সিজদাতে যাবেন যেন প্রথমে হাঁটু, এরপর উভয় হাতের তালু, মাথাকে উভয় হাতের মাঝখানে রাখবেন।

এরপর নাক, অতঃপর কপাল মাটি স্পর্শ করে, আর এটার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন, যেন নাকের অগ্রভাগ নয় বরং নাকের হাড্ডি ও কপাল যমীনের উপর ভালভাবে লাগে। সিজদারত অবস্থায় দৃষ্টি নাকের উপর থাকবে, বাহুদ্বয়কে পাজর থেকে, পেটকে উরু (রান) থেকে, উরু দুটি পায়ের গোড়ালী থেকে পৃথক রাখবেন। (হ্যাঁ, যদি কাতারে থাকেন তবে বাহুকে পাজরের সাথে লাগিয়ে রাখবেন) উভয় পায়ের ১০টি আঙ্গুলের মাথা এভাবে ক্বিবলার দিকে রাখবেন যেন ১০টি আঙ্গুলের পেট অর্থাৎ আঙ্গুলসমূহের তলার উঁচু অংশ) যমীনের সাথে লেগে থাকে। হাতের তালুদ্বয় বিছানো অবস্থায় ও আঙ্গুল গুলো ক্বিবলার দিকে থাকবে। কিন্তু কব্জিদ্বয়কে যমীনের সাথে লাগিয়ে রাখবেন না। এবার কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ অর্থাৎ سُبۡحٰنَ رَبِّیَ الۡاَعۡلٰی (অতি পবিত্র আমার উচ্চ মর্যাবাশীল প্রতিপালক) পড়বেন। অতঃপর মাথাকে এভাবে উঠাবেন যেন প্রথমে কপাল, অতঃপর নাক, অতঃপর হাত উঠে। এরপর ডান পা খাড়া করে সেটার আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী করে নিবেন। আর বাম পা বিছিয়ে সেটার উপর সোজা হয়ে বসে যাবেন এবং হাতের তালুদ্বয়কে বিছিয়ে রানের উপর হাঁটুর নিকটে এভাবে রাখবেন, যেন হাত দুটোর আঙ্গুলগুলো ক্বিবলার দিকে আর আঙ্গুলগুলোর মাথা হাঁটুদ্বয়ের বরাবর থাকে। উভয় সিজদার মাঝখানে বসাকে “জলসা” বলে। অতঃপর سُبۡحٰنَ اللّٰہ বলার সমপরিমাণ অপেক্ষা করুন। (এ সময়ে اَللّٰھُمَّ اغۡفِرۡلِی অর্থাৎ ‘হে **আল্লাহ্!** আমাকে ক্ষমা কর’ বলা মুস্তাহাব) অতঃপর اَللّٰہُ اَکۡبَرُ বলে প্রথম সিজদার মতো দ্বিতীয় সিজদা করবেন। এবার জমিন থেকে প্রথমে কপাল তারপর নাক উঠাবেন। অতঃপর হাত দুটোকে দুই হাঁটুর উপর রেখে পাঞ্জার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে যাবেন।

উঠার সময় একান্ত প্রয়োজন না হলে হাত দ্বারা জমিনে ঠেক লাগাবেন না। এভাবে আপনার এক রাকাত পূর্ণ হল। এখন দ্বিতীয় রাকাতে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم ط পড়ে সূরা ফাতিহা ও এরপর আরেকটি সূরা পাঠ করবেন এবং পূর্বের মত রুকূ ও সিজদা করবেন। দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পর ডান পা খাড়া করে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসে যাবেন। দুই রাকাতের দ্বিতীয় সিজদার পর বসাকে [‘কা’দা] বলা হয়, এখন কা’দার মধ্যে তাশাহহুদ পড়ুন।

اَلتَّحِیَّاتُ لِلّٰہِ وَ الصَّلَوٰتُ وَ الطَّیِّبٰتُ ط اَلسَّلَامُ عَلَیۡكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ
وَ رَحۡمَةُ اللّٰہِ وَ بَرَكَاتُهٗ ط اَلسَّلَامُ عَلَیۡنَا وَ عَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیۡنَ ط
اَشۡهَدُ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اَشۡهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهٗ وَ رَسُوۡلُهٗ ط

অনুবাদঃ সকল মৌখিক, শারিরীক ও আর্থিক ইবাদত **আল্লাহ্** এর জন্য। **হে নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর সালাম ও **আল্লাহ্** এর রহমত ও বরকত। আমাদের প্রতিও **আল্লাহ্** এর নেক বান্দাদের উপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ব্যতীত কোন উপাস্য নেই আমি আরো সাক্ষী দিচ্ছি যে, **মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রসূল।

যখন তাশাহহুদে لَا পর্যন্ত পৌছাবেন তখন ডান হাতের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়ে বৃত্ত তৈরী করবেন আর কনিষ্ঠা ও তার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলকে তালুর সাথে মিলিয়ে ফেলবেন এবং (أشهد أن এর পরপর) لَا বলতেই শাহাদত আঙ্গুলকে উপরের দিকে উঠাবেন, তবে এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করবেন না। আর اِلَّا শব্দটি বলতে বলতে নামিয়ে ফেলবেন এবং সাথে সাথে সমস্ত আঙ্গুল পুনরায় সোজা করে নিবেন।

যদি দুইয়ের চেয়ে বেশী রাকাত পড়তে হয় তাহলে اَللّٰہُ اَکۡبَرُ বলে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন। যদি চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায পড়ে থাকেন তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতের কিয়ামে بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ؕ পড়ার পর আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবেন, এরপর অন্য সূরা মিলানোর প্রয়োজন নেই। বাকি অন্যান্য কার্যাবলী বর্ণিত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করবেন। আর যদি ৪ রাকাত বিশিষ্ট সুন্নাত ও নফল নামায হয় তবে ৩য় ও ৪র্থ রাকাতেও সূরায়ে ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলাবেন। (হ্যাঁ! যদি ইমামের পেছনে নামায পড়েন তবে কোন রাকাতের কিয়ামে কিরাত পড়বেন না, নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন) এভাবে চার রাকাত পূর্ণ করে কা’দায়ে আখিরা বা শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদে ইবরাহীম পড়বেন:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیۡتَ عَلٰۤی اِبۡرَاھِیۡمَ وَعَلٰۤی اٰلِ اِبۡرَاھِیۡمَ اِنَّکَ حَمِیۡدٌ مَّجِیۡدٌ ؕ اَللّٰھُمَّ بَارِکۡ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰۤی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکۡتَ عَلٰۤی اِبۡرَاھِیۡمَ وَعَلٰۤی اٰلِ اِبۡرٰھِیۡمَ اِنَّکَ حَمِیۡدٌ مَّجِیۡدٌ ؕ

অনুবাদ: হে **আল্লাহ্** দুরূদ প্রেরণ করো (আমাদের সরদার) মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর যেভাবে তুমি দুরূদ প্রেরণ করেছ (সায়্যিদুনা) ইবরাহীম عَلَیۡہِ السَّلَام এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে **আল্লাহ্** বরকত অবতীর্ণ করো আমাদের সরদার মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর যেভাবে তুমি বরকত অবতীর্ণ করেছ (সায়্যিদুনা) ইবরাহীম عَلَیۡہِ السَّلَام ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

অতঃপর যেকোন দো'আয়ে মাছুরা পড়ুন। যেমন এ দো'আ পড়ুন:

اَللّٰھُمَّ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

অনুবাদ: হে **আল্লাহ্**! হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

অতঃপর নামায শেষ করার জন্য প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁধের উপর দৃষ্টি রেখে اَلسَّلَامُ عَلَیۡکُمۡ وَ رَحۡمَۃُ اللّٰه বলবেন, এরপর একইভাবে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলবেন। নামায শেষ হয়ে গেল। (তাহতাবীর পাদটিকা সম্বলিত মারাকিউল ফালাহ, ২৭৮ পৃষ্ঠা। গুনিয়াতুল মুতামাল্লী, ২৬১ পৃষ্ঠা, করাচী)

নামাযের ৬টি শর্ত

(১) পবিত্রতা (২) সতর ঢাকা (৩) ক্বিবলামূখী হওয়া (৪) সময়সীমা, (৫) নিয়্যত, (৬) তাকবীরে তাহরীমা।

নামাযের ৭টি ফরয

(১) তাকবীরে তাহরীমা, (২) কিয়াম, (৩) কিরাত, (৪) রুকূ (৫) সিজদাহ্ (৬) কা'দায়ে আখিরা বা শেষ বৈঠক, (৭) খুরুজে বিসুনইহি (সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা)।

(গুনিয়াতুল মুতামাল্লী, ২৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত)

নামাযের প্রায় ৩০টি ওয়াজিব

(১) তাকবীরে তাহরীমার মধ্যে 'اَللّٰهُ اَكۡبَرُ' বলা, (২) ফরয নামাযের ৩য় ও ৪র্থ রাকাত ব্যতীত অবশিষ্ট সকল নামাযের প্রত্যেক রাকাতে 'আলহামদু' শরীফ পাঠ করা ও সূরা মিলানো (অর্থাৎ কুরআনে পাকের একটি বড় আয়াত যা ছোট তিন আয়াতের সমান হয় কিংবা তিনটি ছোট আয়াত পাঠ করা।)

(৩) আলহামদু শরীফ সূরার পূর্বে পাঠ করা, (৪) আলহামদু শরীফ ও সূরার মাঝখানে 'আমীন' ও بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط ব্যতীত আর কিছু না পড়া, (৫) কিরাতের পরপর দ্রুত রুকু করা, (৬) এক সিজদার পর নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয় সিজদাহ করা, (৭) তা'দীলে আরকান অনুসরু করা, (অর্থাৎ রুকু, সিজদা, কাওমা ও জালসাতে কমপক্ষে একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলার সময় পরিমাণ স্থির থাকা) (৮) রুকু থেকে সোজা হয়ে দন্ডায়মান হওয়া। (অনেক লোক কোমর সোজা করে না, এভাবে তার একটি ওয়াজিব হাত ছাড়া হয়ে গেল) (৯) জালসা অর্থাৎ দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা (অনেকেই তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সোজা হয়ে বসার পূর্বেই দ্বিতীয় সিজদার মধ্যে চলে যায়। এভাবে তার ওয়াজিব ছুটে যায়। যত তাড়াতাড়িই হোক না কেন সোজা হয়ে বসা আবশ্যক নতুবা নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে এবং পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। (১০) কা'দায়ে উলা ওয়াজিব যদিও নফল নামায হয়। (মূলতঃ নফল নামাযের প্রত্যেক দুই রাকাতের পরের কাদা, কাদায়ে আখিরাহ। আর তা করা ফরয)। যদি কেউ কা'দা করল না এবং ভুল করে দাঁড়িয়ে গেল তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সিজদা না করে স্মরু আসা মাত্র বসে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু করে নেবে।) (বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ৭০২ পৃষ্ঠা) যদি কেউ নফলের তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নেয় তবে চার রাকাত পূর্ণ করে সিজদায়ে সাহু করে নিবে। সিজদায়ে সাহু এখানে এজন্য ওয়াজিব যে, যদিও নফল নামায প্রত্যেক দু'রাকাতের পর কা'দা ফরয, কিন্তু তৃতীয় অথবা পঞ্চম (এ নিয়মে যত রাকাত হয়) রাকাতের সিজদা করার পর কা'দায়ে উলা ফরযের পরিবর্তে ওয়াজিব হয়ে যায়। (তাহতাবী শরীফ, পৃষ্ঠা৪৬৬ হতে সংক্ষেপিত) (১১) ফরয, বিতর ও সুন্নাতে মুআক্কাদার মধ্যে তাশাহহুদ (অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাত) এর পর কিছু না পড়া,

(১২) উভয় কা’দা বা বৈঠকে ‘তাশাহহুদ’ পরিপূর্ণভাবে পাঠ করা, যদি একটি শব্দও ছুটে যায় তবে ওয়াজিব ছুটে যাবে আর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যাবে, (১৩) ফরয, বিতর ও সুন্নাতে মুআক্কাদার নামাযে কা’দায়ে উলা বা প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদেও পর যদি কেউ অন্য মনস্ক হয়ে ভুলে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ অথবা اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ نَا বলে ফেলে তবে তার জন্য সিজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি জেনে বুঝে এতটুকু বলে ফেলে তবে তার উপর নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ২৬৯ পৃষ্ঠা) (১৪) উভয়দিকে সালাম ফিরানোর সময় اَلسَّلَامُ শব্দটি উভয়বারে বলা ওয়াজিব। عَلَيْكُمْ শব্দটি বলা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত। (১৫) বিতর নামাযে কুনূতের তাকবীর বলা, (১৬) বিতর নামাযে দো‘আয়ে কুনূত পাঠ করা, (১৭) দুই ঈদের নামাযে ছয়টি তাকবীর বলা, (১৮) দুই ঈদের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতের রুকূর তাকবীর এবং এই (ঈদের) তাকবীরের জন্য ‘اَللّٰهُ اَكْبَرُ’ বলা। (১৯) জাহেরী (প্রকাশ্য) নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কিরাত পড়া। যেমন মাগরিব ও ইশার নামাযের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে আর ফজর, জুমা, দুই ঈদ, তারাবীহ ও রমযান শরীফের বিতরের প্রত্যেক রাকাতে ইমাম সাহেব এত উঁচু আওয়াজ সহকারে কিরাত পড়বেন যেন কমপক্ষে তিনজন লোক শুনতে পায়) (২০) নীরবে কিরাতের নামাযে (যেমন যোহর, আসরে) নীরবে কিরাত পাঠ করা। (২১) প্রত্যেক ফরয ও ওয়াজিবকে নিজ নিজ স্থানে আদায় করা। (২২) প্রত্যেক রাকাতে শুধু একবার রুকু করা, (২৩) প্রত্যেক রাকাতে দুটি সিজদা করা, (২৪) দ্বিতীয় রাকাতের পূর্বে কা’দা না করা, (২৫) চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে তৃতীয় রাকাতে কা’দা বা বৈঠক না করা, (২৬) সিজদার আয়াত পাঠ করলে সিজদায়ে তিলাওয়াত করা,

(২৭) সিজদায়ে সাহুও ওয়াজিব হলে শেষ বৈঠকে সিজদায়ে সাহু করা, (২৮) নামাযের ভিতর দু'টি ফরয অথবা দু'টি ওয়াজিব কিংবা ফরয ও ওয়াজিবের মাঝখানে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় (অর্থাৎ তিনবার সুবহানাল্লাহ, বলার সমপরিমাণ) দেরী না করা, (২৯) ইমাম যখন কিরাত পড়েন চাই উচ্চস্বরে হোক বা নিম্নস্বরে সর্বাবস্থায় মুকতাদীর চুপ থাকা, (৩০) কিরাত ব্যতীত সকল ওয়াজিব কাজ সমূহে ইমামের অনুসরু করা।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৮১ পৃষ্ঠা। আল ফতোওয়াল হিন্দীয়া, ১ম খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা)

দো'আয়ে কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِىْ
عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ط
اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَ نَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ وَ نَرْجُوْا
رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌّ ط

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ্!** আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই এবং তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার উপর ঈমান রাখি। আর তোমার উপর ভরসা রাখি। তোমার খুবই উত্তম প্রশংসা করি। তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিনা। আলাদা রাখি ও প্রত্যাখ্যান করি ঐ ব্যক্তিকে যে তোমার নির্দেশ অমান্য করে। হে **আল্লাহ্!** আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই জন্য নামায পড়ি, সিজদা করি। একমাত্র তোমার প্রতিই দৌড়ে আসি এবং খিদমতের জন্য হাজির হই। তোমার রহমতের আশাবাদী এবং তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি শুধু কাফিরদের জন্য রয়েছে।

দো'আয়ে কুনূতের পর দরূদ শরীফ পড়া উত্তম।

(গুনিয়াতুল মুতামাল্লী, ৪১৭ পৃষ্ঠা)

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতের কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِی

(অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে মাগফিরাত কর)

দো'আয়ে তারাবীহ্

سُبْحٰنَ ذِی الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحٰنَ ذِی الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ ۝ سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَنَامُ وَلَا یَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَّبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ ۝ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ یَا مُجِیْرُ یَا مُجِیْرُ یَا مُجِیْرُ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

অনুবাদঃ পবিত্র রাজত্ব ও ফিরিশতাকূলের মালিক, অতি পবিত্র, সম্মান, মাহাত্য, মর্যাদা, সর্বশক্তি, বড়ত্ব ও অসীম ক্ষমতার অধিপতি। মহা পবিত্র বাদশাহ্, যিনি জীবিত, যিনি না ঘুমান, না মৃত্যু বরণ করেন। মহা সম্মানিত, অতিপবিত্র আমাদের রব, ফিরিস্তাদের রব এবং রূহ (জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام) এর রব! ইয়া আল্লাহ্! আমাকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা কর, হে মুক্তি দাতা! হে পরিত্রাণ দাতা! হে রক্ষাকারী! তোমার রহমতের কারণে আমাদের উপর দয়া কর, হে সবচেয়ে বড় দয়া প্রদর্শকারী!

জানাযার নামাযের পদ্ধতি (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী)

মুক্তাদী এভাবে নিয়্যত করবে: আমি **আল্লাহ্‌**র ওয়াস্তে এই ইমামের পিছনে এই মৃত ব্যক্তির দো'আর জন্য এই জানাযার নামাযের নিয়্যত করছি। (ফতোওয়ায়ে তাতারখানিয়্যাহ, ২য় খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা) এবার মুক্তাদী ও ইমাম উভয়ে প্রথমে কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং اَللّٰہُ اَکْبَرُ বলে দ্রুত নিয়মানুযায়ী নাভীর নিচে হাত বেঁধে নিবেন এবং সানা পড়বেন। সানা পড়ার সময় وَ تَعَالٰی جَدُّكَ এরপর وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ط পড়বেন। অতঃপর হাত উঠানো ব্যতীত اَللّٰہُ اَکْبَرُ বলবেন, অতঃপর দুরূদে ইবরাহীম পড়বেন, এরপর হাত না উঠিয়ে আবার اَللّٰہُ اَکْبَرُ বলবেন এবং দো'আ পাঠ করবেন (ইমাম সাহেব তাকবীর সমূহ উচ্চ আওয়াজে বলবেন আর মুক্তাদীগণ নিম্নস্বরে। বাকী দো'আ, যিকির আযকার ইত্যাদি ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই নিম্নস্বরে পাঠ করবেন।) দো'আ পাঠ শেষে পুনরায় اَللّٰہُ اَکْبَرُ বলবেন এবং হাত ছেড়ে দিবেন, অতঃপর উভয় দিকে সালাম ফিরাবেন।

(হাশিয়াতুত তাহতাবী, ৫৮৪ পৃষ্ঠা)

জানাযার নামাযে দুইটি রুকন

জানাযা নামাযের রুকন দুইটি হচ্ছে : (১) চারবার اَللّٰہُ اَکْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলা, (২) ক্বিয়াম বা দাঁড়িয়ে নামায পড়া।

(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা)

বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) পুরুষ ও মহিলার জানাযার দো'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَآئِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثٰنَا ط اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَان

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ্**! ক্ষমা করে দাও, আমাদের প্রত্যেক জীবিতকে ও আমাদের প্রত্যেক মৃতকে, আমাদের প্রত্যেক উপস্থিতকে ও প্রত্যেক অনুপস্থিতকে, আমাদের ছোটদেরকে ও আমাদের বড়দেরকে, আমাদের পুরুষদেরকে ও আমাদের নারীদেরকে। হে **আল্লাহ্**! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো আর আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করবে, তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান করো।

নাবালিগ (অপ্রাপ্তবয়স্ক) ছেলের দো'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشَفَّعًا ط

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ্**! এ (ছেলে)কে আমাদের জন্য আগে ভাগে গিয়ে সামগ্রী সঞ্চয়কারী বানিয়ে দাও! তাকে আমাদের জন্য প্রতিদান (এর মাধ্যম) এবং সময় মতো কাজে আসার উপযোগী করে দাও। আর তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী করো এবং তেমনই করো, যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

নাবালিগ (অপ্রাপ্তবয়স্কা) মেয়ের দো'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَآ اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّ اجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً ط

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ্**! এ (মেয়ে)কে আমাদের জন্য আগে ভাগে গিয়ে সামগ্রী সঞ্চয়কারীনী বানিয়ে দাও! তাকে আমাদের জন্য প্রতিদান (এর মাধ্যম) এবং সময় মতো উপকারে আসার উপযোগী করো, তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারীনী করো এবং এমনই করো যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে হিন্দীয়া, ১ম খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

৫টিকে ৫টির পূর্বে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃশ্চয়ই জীবন অতি সংক্ষিপ্ত, যে সময়টুকু মিলেছে তা শতভাগই মিলেছে। পরবর্তীতে আরো সময় পাওয়ার আশা করাটা ধোঁকা মাত্র। জানা নেই, পরবর্তী মুহুর্তে আমরা মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গনবাদ্ধও হতে পারি। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "৫টি বস্তুকে ৫টি বস্তুর পূর্বে মূল্যবান মনে কর। (১) যৌবনকালকে বৃদ্ধকালের পূর্বে। (২) স্বাস্থ্যকে অসুস্থতার পূর্বে। (৩) সম্পদশালীত্বকে অভাবত্বের পূর্বে। (৪) অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে। (৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।"

(আল মুসতাদরাক, ৫ম খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৭৯১৬, দারুল মারিফাত, বৈরুত)

তথ্যসূত্র

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা
সুনানুত তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা আত্ তিরমিযী ২৭৯ হিঃ	দারুল ফিকির ১৪১৪হিঃ
সুনানুন নাসায়ী	ইমাম আহমদ বিন শুয়াইব আন্ নাসায়ী ৩০৩ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৬হিঃ
মিশকাতুল মাসাবিহ	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ আত্ তিবরিজী ৭৪২ হিঃ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৪হিঃ
ফতোওয়ায়ে তাতারখানিয়া	আল্লামা আলিম বিন আলা আনসারি দেহলবি ৭৮৬ হিঃ	বাবুল মদীনা করাচী ১৪১৬হিঃ
আদ্ দুররুল মুখতার	ইমাম আলাউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলী আলহাসকফি ১০৮৮হিঃ	দারুল মারেফা ১৪২০হিঃ
রদ্দুল মুহতার	ইমাম মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন আশ্শামী ১২৫২হিঃ	দারুল মারেফা ১৪২০হিঃ
গুনিয়াতুল মুতামাল্লি	আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহিম বিন আল হালবি ৯৫৬হিঃ	লাহোর
মারাকিউল ফালাহ্ মাআ খাশিয়াতুত্ তাহ্তাবি	আল্লামা হাসান বিন আম্মার আশশির নিবলালি ১০৫৯হিঃ	বাবুল মদীনা করাচী
খাশিয়াতুত্ তাহ্তাবি	ইমাম আস্ সৈয়দ আমহদ বিন মুহাম্মদ আত্ তাহ্তাবি ১২৪১হিঃ	বাবুল মদীনা করাচী
আল ফতোওয়াল হিন্দিয়া	আল্লামা নিযামুদ্দিন আল হানাফি ১১৬১হিঃ	কোয়েটা ১৪০৩হিঃ
বাহারে শরীয়াত	মুফতি আমজাদ আলী কাদেরী ১৩২৭হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী ১৪২৯হিঃ

এই রিসালাটি দা'ওয়াতে ইসলামীর "মজলিশে আল মদীনাতুল ইলমীয়াহ" উর্দূ ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সুন্নাতে ভরা রিসালা পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

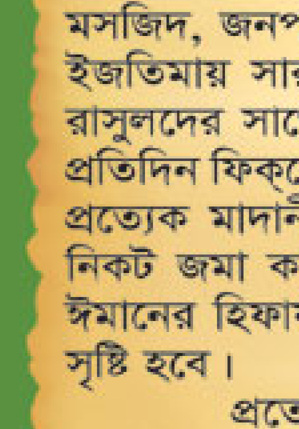

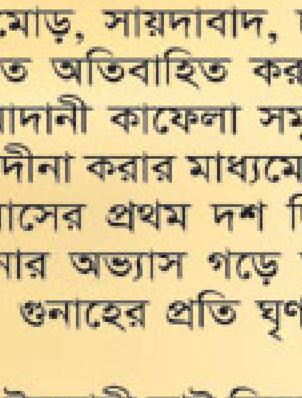

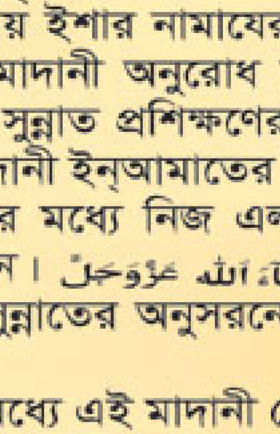

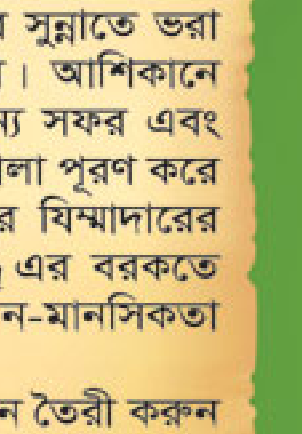

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net